34

আজকের কাগজ

তারিখ 29 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চরম উত্তেজনা

■ ছাত্রঐক্য ও ছাত্রলীগ (শা-পা) বইমেলায় প্রধানমন্ত্রীর আগমন প্রতিহত করবে
■ ছাত্রদল পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে

তারিক রিজভী ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতি। যে কোনো মুহূর্তে হলে হলে ছড়িয়ে পড়তে পারে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য। ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে। প্রধান ছাত্র সংগঠন দু'টি প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করছে। অনেকে মনে করছেন, এসব মিছিল নিজস্ব শক্তি প্রকাশের একটি মাধ্যম। ছাত্র সংগঠনগুলো আপাতত নিজেদের মধ্যেকার দলাদলি, গ্রুপিং বন্ধ রেখেছে। ক্যাম্পাসে ইদানীং বেশ কিছু বহিরাগতের সমাগম চোখে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রিদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বইমেলা উদ্বোধন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে আসবার ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণার পাল্টা জবাব দিয়েছে ছাত্রলীগ (শা-পা)। যে কোনো মূল্যে খালেদা জিয়ার ক্যাম্পাসে আগমন প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে তারা। এ অবস্থায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আজ সকাল ১১ টায় ডাকসু ভবনে এক জরুরি সভা ডেকেছে। এ সভায় ছাত্রদল ঢা.বি শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য এবং হল শাখার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। রাজনীতি সচেতন একটি মহল মনে করছে, ছাত্রলীগ (শা-পা) প্রধানমন্ত্রীর আগমন প্রতিহতের যে ঘোষণা দিয়েছে তা ছাত্রদলের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক। আর এ কারণেই আজকের জরুরি সভা।

এদিকে একটি সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আসন্ন সংঘর্ষের সম্ভাবনার দায়-দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের যে কোনো দিন হলগুলো ছাত্রশূন্য করার নির্দেশ দিতে পারে। উল্লেখ্য, আগামী ১৭ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধকালীন অবস্থায় হলসমূহ সাধারণত উন্মুক্ত থাকে। এ অবস্থায় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গতকাল রাতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়। জানা গেছে, বৈঠকে নেতারা দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের করণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছিলো।